যুগান্তর

তারিখ ... 09. NOV. 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২৭... কলাম ... ২ ...

ইবিতে সংস্কারের নামে লুটপাট

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্তাব্যক্তির যোগসাজশে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অসাধু চক্র

আব্দুল্লাহ আল মামুন, *ইবি থেকে*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের মেরামত (রিপিয়ারিং) নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা হরিলুট হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ভবনের মেরামতের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অসাধুচক্র। এসব চক্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে। নিজেদের পকেট ভারি এবং ঠিকাদারদের খুশি রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। ফলে উন্নয়ন কাজ ভেঙে ১৮টি ভাগ করে প্রায় ১২ জন ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতি কমিটির একনেক বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের মেরামতবাবদ ৭২ কোটি ৫৮ লাখ টাকার বাজেট দেন একনেক। এদিকে মেরামতের নামে নিম্নমানের সামগ্রী, পূর্ণাঙ্গ কাজ না করে সামান্য কিছু করে সম্পন্ন করা হয়েছে দেখিয়ে সরকারের দেয়া কোটি কোটি টাকা হরিলুট করলেও নজর নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। জানা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসিকতা বৃদ্ধি, পুরাতন ভবনের মেরামতসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ১৫০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা উন্নয়ন শাখা। বিষয়টি বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেকের বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিকতা বৃদ্ধির জন্য একটি ১০ তলা শিক্ষক ভবন, শেখ হাসিনা হলের বাকি অংশ, ছাত্রদের জন্য একটি আবাসিক হল, মানবিক অনুষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ভবন নির্মাণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের মেরামতের জন্য ৭২ কোটি ৫৮ লাখ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। এর মধ্যে মেরামত বাবদ প্রাথমিক ধাপে ৯০ লাখ টাকা দেয়া হয় বলে পরিকল্পনা অফিস নিশ্চিত করেছে। সে অনুযায়ী গত মাসের প্রথম দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু পুরাতন ভবনের মেরামতের কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে এসব ভবনের কাজ পাওয়ার জন্য বেশ কিছু অসাধু ঠিকাদার মরিয়া হয়ে উঠে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের এসব কাজ ১৮টি ভাগে বিভক্ত করে ১২ জন ঠিকাদারকে কাজ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এক অনুষদ ভবনের কাজ করছে ৮টি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অফিস থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের মোট ১৮টি কাজ ১২টি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়। এর মধ্যে ৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে মেরামত করা হচ্ছে প্রশাসন ভবন-১। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের কাজ নিয়ে চলছে ভানুমতির খেল। অনুষদ ভবন নামে পরিচিত এ ভবনের কাজ ৮টি ভাগে ভাগ করে ৫ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে। ফলে কেউ পেয়েছে ভবনের পূর্ব দেয়াল, কেউ পশ্চিম আবার কেউবা ছাদের অংশ সংস্কারের কাজ পেয়েছে। ফলে কাজের নামে চলছে লুটের প্রতিযোগিতা। ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সালাম বলেন, ঠিকাদারদের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে কাজ ভাগ করে দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত টাকা দিয়ে কাজ করানো হলেও কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদের মেরামতের ক্ষেত্রে নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করা হচ্ছে। দেখভালের অভাবে কোথাও প্লাস্টার ছাড়া আবার কোথাও বালু-সিমেন্ট ও রংয়ের প্রলেপ দিয়ে টাকা তুলে নেয় হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী মকবুল হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'এসব কাজের জন্য পৃথক পৃথক ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। তারা কাজগুলো দেখভাল করছেন। প্লাস্টার না করে রং করে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের ব্যাপারে তিনি বলেন, রং করার আগে প্লাস্টারের জায়গা মেপে নেয়া হচ্ছে।' ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে। এটা মূলত ভিজিলেন্স টিমের কাজ।'